দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 MAR 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

01

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো মেধা, মনন, হৃদয়বৃত্তি ও সুপ্ত-প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং জীবন-জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা লাভ। স্বল্পকথায় ও খুব সহজভাবে বলতে গেলে, শিক্ষা জীবন-সংগ্রাম, জীবিকা অর্জন এবং জীবন-মান উন্নয়নের এক বড় হাতিয়ার। এদিক থেকে দেখতে গেলে, শিক্ষা যেমন জ্ঞান অর্জন এবং মেধা, মনন শক্তি ও হৃদয়বৃত্তি তথা মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের সহায়ক তেমনি উপযোগিতামূলক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাবলম্বিতা অর্জন ও জীবনমান বাড়ানোর জন্য শুধু অপরিহার্যই নয়, বড় অবলম্বনও বটে। বিশেষতঃ আমাদের মতো জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত এবং উন্নয়নশীল দেশে উপযোগিতামূলক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাস্তব কারণেই অত্যন্ত বেশি। কর্মসংস্থানের-বিশেষত সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের চাকরি-বাকরির সুযোগ খুবই সীমিত হওয়ার দরুন এবং শিক্ষাবঞ্চিত, শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বিপুল ও ক্রমবর্ধমান হওয়ার কারণে উপযোগিতা-মূলক, বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এবং ম্যানিলা ভিত্তিক কলম্বো প্লান স্টাফ কলেজের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্যোগ প্রশিক্ষণ' শীর্ষক এক উপ-আঞ্চলিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনস্বীকার্য যে, দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে সাক্ষর, শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষার অধিকারী বা ডিগ্রীধারী করে তুলতে পারলে ক্ষতি নেই, বরং তাতে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হওয়ারই কথা। কেননা, গোড়া-তেই বলেছি, শিক্ষা সুপ্ত-প্রতিভা, মেধা, মনন ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটায়, জীবন-সংগ্রামের ও জীবিকা অর্জনের যোগ্য ও দক্ষ করে তোলে। কিন্তু আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার অধিকারী বা ডিগ্রীধারী লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম, অন্য-দিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও ডিগ্রীধারীর সংখ্যা বিপুল। অথচ কর্মসংস্থান ও চাকরি-বাকরির সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত বিধায়, সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার অধিকারীরা তো বটেই, বৃত্তিমূলক ও কারিকারি শিক্ষার অধিকারীরাও তাদের বেকারত্বের কারণে জীবিকা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তেমন কোনো অবদান রাখতে পারছে না।

শিক্ষাবঞ্চিত, শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত-যাই হোক না কেন, বেকারত্বের দরুন কিংবা অন্য যে কোনো কারণে জীবিকা অর্জন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনমান বাড়াতে না পারলে, তাতে শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সংকট এবং ক্ষতিই হয় না, জাতীয় উন্নয়ন আর অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের বিপুল সংখ্যা যে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এক বিরাট অন্তরায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অন্তরায় দূর করার জন্যও প্রয়োজন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার এবং এ ধরনের শিক্ষার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার। কেননা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার অধিকারী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা উদ্যোগী হলে অন্যত্র চাকরি-বাকরি লাভের অপেক্ষায় না থেকেও একক বা সমবেত প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থান, জীবিকা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ ও পথ অনেক-খানি সৃষ্টি করে নিতে পারে, হতে পারে স্বাবলম্বী। অন্যের কর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বিতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষেও তারা হতে পারে সহায়ক। উল্লেখ্য, স্বদেশে যেমন, বিদেশেও তেমনি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি, সম্মানী ও বেতনাদির ক্ষেত্রেও তা-ই। সুতরাং, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল হলেও, কর্মক্ষেত্রে ও কর্মজীবনে তা পুষিয়ে নেবার সম্ভাবনা বেশি।